বিকেল বেলা কাদা আর লতাপাতার গন্ধে মাতাল হয়ে নদীতীরে বসে আছি । শুনেছি অনেকের নাকি এই গন্ধ ভালো লাগেনা । এরকম গন্ধ নাকের ধারে কাছে গেলেই নাক বন্ধ করে দেয় । কিন্তু আমার তো ভালোই লাগে । এটা অনেকটা মাদকের মতোই । যারা এতে আসক্ত, শুধু তাদেরই এর গন্ধ ভালো লাগে । আর অন্যরা নাক সিটকায় ।।

নদিটা কুশিয়ারা । আমার সাথে তার সম্পর্ক প্রায় ১২ বছরের । কারণ এর আগে আমি সাতার জানতাম না । যাইহোক, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় উঠে পড়তে হলো । বাড়ির দিকে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম মেয়েটাকে । আমাদের শেরপুর গ্রামের তুলনায় মেয়েটা বেশ উন্নত পোশাক পড়ে ছিলো । তাই ভয় হলো , মেয়েটা না আবার পেত্নি-টেত্নি হয়। হয়তো গ্রামের ছেলে ভেবে ফাসিয়ে ঝোপঝাড়ে নিয়ে গিয়ে 'বুফে ডিনার' করবে । লম্বাও ছিলো অনেক । কিন্তু কাছে আসার পড় দেখলাম আমার থেকেও খাটো ।

শেষে ধরে নিলাম যে , এই মেয়েটা একটা মানুষ । কিন্তু যখনই আমার সাথে পড়াশুনা করা একটি মেয়ে, পাশ থেকে তাকে 'দিদি' বলে ডাকলো তখনই আমি একপ্রস্থ ছ্যাকা খাইলাম ।

তারপর আর কি , সৌন্দর্য তো দেখারই জিনিস । ফুল দেখতে অনেক সুন্দর ,তাই বলে গাছ থেকে ফুল ছিড়ে নেয়ার তো প্রয়োজন নেই । বাগান ছেড়ে অন্যবাড়ির টবে চলে গেলে তো আর দেখতে পারবো না । তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ,যতদিন ফুল বাগানে থাকবে ততদিন সৌন্দর্য উপভোগ করবো ।

পরেরদিন থেকে প্রচুর কাজ- এটা ভাবতে ভাবতেই বাড়িতে ঢুকলাম । ঢুকতেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন ' কই থাকোস সারাদিন ? কাল থেকে প্রিয়ার পরীক্ষা , সারাদিন তুই একটু ভালো করে পড়িয়ে-বুঝিয়ে দিস তো ।' মায়ের মুখের উপর বলে দিলাম 'আমি পারবনা ,আমার কাজ আছে ।' মা দেখলাম রান্নাঘর থেকে গরম ছেনি নিয়ে এসে বললেন,' সারাদিন নদীর ধারে বসে থাকা তর কাজ , তাই না ? আরেকবার গেলে আর বাড়িতে আসিস না বলে দিলাম ।'

মা যে কি বলে না !

আরে, আমি কি নদীতীরে যাই নাকি , নদীই তো আমাকে টেনে নিয়ে যায় তার কাছে । যাইহোক কাল একবারের হলেও সৌন্দর্য দর্শনে যাবো , এই বলে কঠোর প্রতিজ্ঞা করে যখনই নিজের ঘরের দিকে যাইতে লাগলাম তখনই বাবা তার চিরাচরিত গম্ভিরা কন্ঠে বলে উঠলেন "তকে কাল একবার শহরে যেতে হবে ।" বলার অপেক্ষা রাখে না যে , সকল বাধা-বিপত্তি-রাহু-কেতু সমগ্র একসাথে প্ল্যান করে আমার হতচ্ছাড়া মৎস্য রাশির উপর আক্রমন করেছে । মেনে নিলাম ।কারণ বাবার মুখ হতে নিঃসৃত বাণ কখনো ফেরত যায় না । আমার তো মনে হয় রাহু-কেতু গুলাও বাবার নির্দেশেই চলে । মাকেও দেখলাম প্রিয়াকে পড়ানোর কথা বললেন না ।বলে রাখি, প্রিয়া আমার ছোট বোন ।

পরদিন শহরের বাসে উঠেই দেখলাম আমার ঘোষিত ফুল অন্যকারো কাধে মাথা রেখে বসে আছে , এমনকি ফুলের ডালপালা-পাতা পর্যন্ত ওই ‘অন্যকারোর’ কাধে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমার কি ! আমি তো শুধু সৌন্দর্যই উপভোগ করবো । তবে মনে মনে প্রেমের দেবতা 'পঞ্চশর' এর সাথে ঘোর বিদ্রোহ ঘোষনা করলাম । আপনারা আবার আমাকে তথাকথিত ‘ছেসড়া’ ভাববেন না, প্লিজ ।

গল্প : ফুলিও